3

ছেলে হলে এমন!

(টক-মিষ্টি লজেন্স, টপি, চকলেক সম্বলিত)

(BANGLA) Beta Hu Tu Aeysa

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চিরমহান ও হে চিরমহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	মুখের মধ্যে ফোস্কা এবং গলা খারাপ হওয়ার কারণ	২৯
তিন রাতে একই ধরণের স্বপ্ন	৪		
ছেলে কুরবানি করা থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তানের ব্যর্থ চেষ্টা	৫	নিম্নমানের টক মিষ্টি কচলেটের ধ্বংসলীলা	৩০
শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করলেন	৯	কেক, বিস্কুট, আইসক্রিম ইত্যাদির কারণে প্রস্রাবে সুগার আরসার রোগ	৩১
ছেলে কুরবানির জন্য প্রস্তুত	১০		
আমাকে দড়ি দিয়ে শক্তভাবে বেধেঁ নিন	১২	১৭ প্রকার রোগের আশংকা	৩৩
জান্নাতী দুম্বা	১৫	তাহলে মাদানী মুন্নাদের কি খাওয়াব?	৩৫
জান্নাতী দুম্বার মাংসের কি হল?	১৬	বাদাম	৩৫
জান্নাতী দুম্বার শিং	১৭	পেস্তা বাদাম	৩৮
কা'বা শরীফে আগুন কখন এবং কিভাবে লেগেছে?	১৮	কাজু বাদাম	৩৮
		পাইন বাদাম	৩৯
যে কেউ স্বপ্নে দেখে কি নিজের ছেলেকে জবেহ করতে পারবে?	২১	চীনা বাদাম	৩৯
		মিচরি	৪০
ইসমাঈল এর অর্থ	২২	নারিকেল	৪০
হযরত ইবরাহিম এর ১০টি বিশেষ ফযীলত	২৩	খেজুর	৪১
		আখরোট	৪১
বাঘ পা চাটতে লাগল!	২৫	কিসমিস, মুনাক্কা	৪২
বালুর বস্তা থেকে লাল গম বের হল!	২৫	লাল মুনাক্কা	৪৪
ইবরাহিম থেকে অনেক কাজের সূচনা হয়	২৬	ইন্‌জির	৪৪
চকলেট এবং টক-মিষ্টি লজেন্স	২৮	চোখের সুস্বাদু পাউডার	৪৫
দাতেঁর ভাঙ্গা, ছিদ্র	২৯		

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ছেলে হলে এমন!

দরূদ শরীফের ফযীলত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যে আমার উপর দৈনিক ৫০ বার দরূদ পাক পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সাথে হাত মিলাব (মুসাফাহা করব)।" (ইবনে বসকুওয়াল, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তিন রাতে একই ধরণের স্বপ্ন

হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ রাতে একটি স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নে কোন বক্তা বলছেন: "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে তোমার সন্তান জবেহ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন, এই স্বপ্ন কি **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে নাকি শয়তানের পক্ষ থেকে? এই কারণে আট জিলহজ্ব এর নাম ইউমুত তারবিয়া "তথা-চিন্তা-ভাবনা করার দিন" রাখা হয়েছে। ৯ তারিখ রাতে আবার একই স্বপ্ন দেখলেন এবং সকালে বিশ্বাস করে নিলেন যে, এই নির্দেশ **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে এসেছে।

এই জন্য ৯ জিলহজ্ব কে ইউমে আরাফা "তথা- পরিচয় লাভের দিন" বলা হয়। ১০ তারিখ রাতে পুনরায় ঐ স্বপ্ন দেখার পর তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام সকালে এই স্বপ্নের উপর আমল করার অর্থাৎ ছেলেকে কুরবানি দেয়ার পাকা-পোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, যে কারণে ১০ জিলহজ্বকে ইউমুন নাহার "তথা- জবেহ করার দিন" বলা হয়। (তাফসীরে কবির, ৯ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

"ছেলে কুরবানি" করা থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তানের ব্যর্থ চেষ্টা

আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের উপর আমল করতে গিয়ে ছেলেকে কুরবানি দেয়ার জন্য হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام যখন নিজের প্রিয় ছেলে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام কে

সাথে নিয়ে যাচ্ছেন। তখন তাঁর বয়স ৭ বছর (অথবা ১৩ বছর থেকে কিছু বেশি) ছিল। শয়তান তাঁর পরিচিত এক ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে আসল এবং জিজ্ঞাসা করল: হে ইবরাহিম! কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন: একটি কাজে যাচ্ছি। সে জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام কে জবেহ করার জন্য যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام বললেন: তুমি কি কোন পিতাকে তার নিজের ছেলেকে জবেহ করতে দেখেছ? শয়তার বলল: জ্বি, হ্যাঁ! আপনাকে দেখছি, যে এই কাজের জন্য যাচ্ছে! আপনি মনে করতেছেন **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকে এই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام বললেন:

যদি **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে এই কাজের নির্দেশ দেন তাহলে আমি তার আনুগত্য করব। এখান থেকে নিরাশ হয়ে শয়তান হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর আম্মাজান হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কাছে আসল এবং তাঁর থেকে জিজ্ঞাসা করল: ইবরাহিম আপনার ছেলেকে নিয়ে কোথায় গেছেন? হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا উত্তর দিলেন: তিনি নিজের একটি কাজে গেছেন। শয়তান বলল: তিনি তাকে জবেহ করার জন্য নিয়ে গেছেন। হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন: তুমি কি কখনো কোন পিতাকে তাঁর নিজের ছেলে জবেহ করতে দেখেছ?

শয়তান বলল: তিনি এটা মনে করছেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এই কথার নির্দেশ দিয়েছেন। ইহা শুনে হযরত হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বললেন: "যদি এরকম হয়, তাহলে তিনি **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্য করে খুবই ভাল করেছেন।" এর পর শয়তান হযরত ইসমাঈল عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ السَّلَام এর কাছে আসল এবং তাকেও এভাবে প্ররোচিত করার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনিও এই উত্তর দিলেন, যদি **আল্লাহ্ তাআলার** নির্দেশে আমাকে জবেহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে অনেক ভাল করছেন।

(মুসতাদরাক, ৩য় খন্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৯৪ থেকে সংক্ষেপিত)

শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করলেন

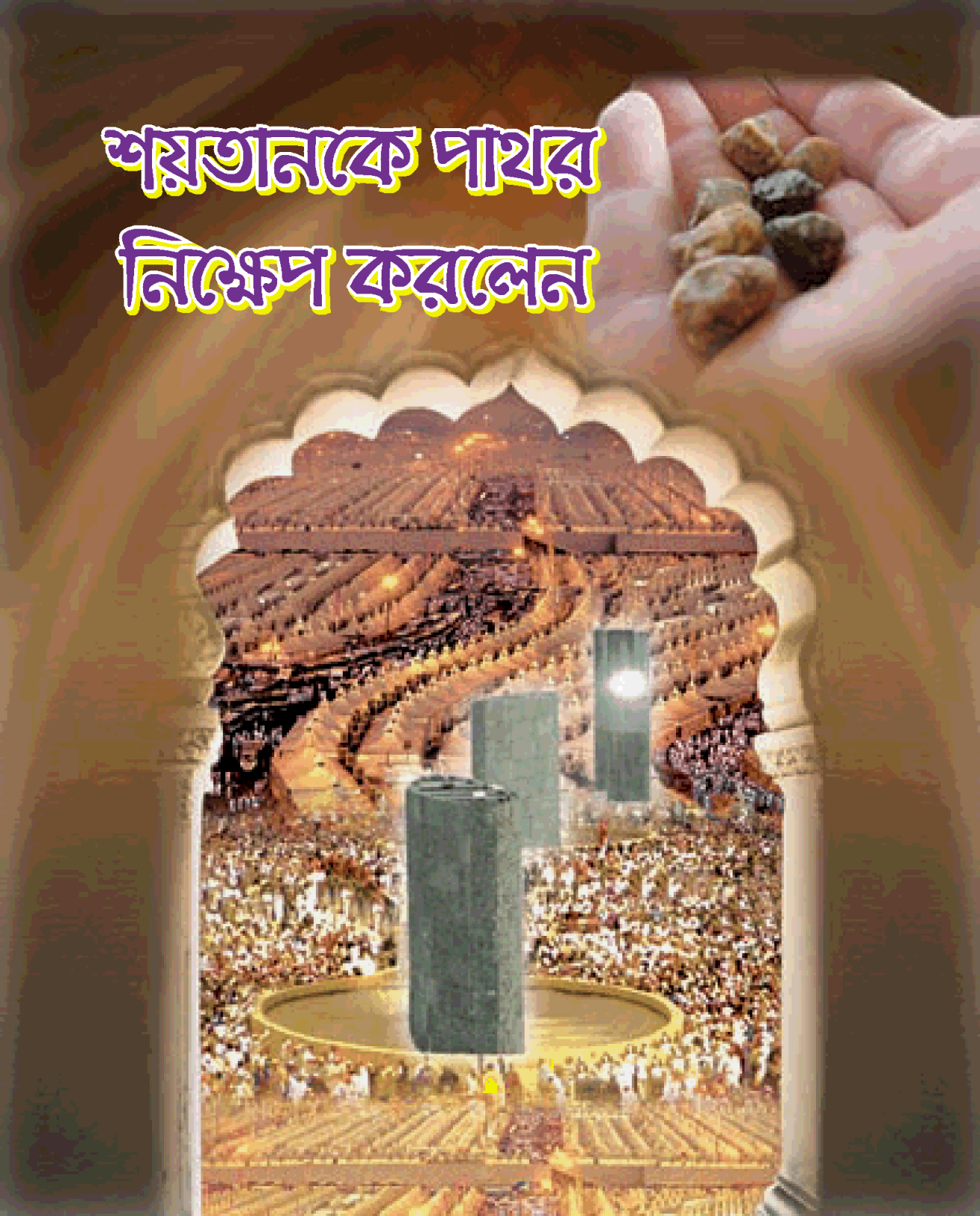

শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করলেন

যখন শয়তান পিতা ও ছেলেকে প্ররোচিত করতে ব্যর্থ হল এবং "জামরার" নিকট আসল তখন হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। পাথর নিক্ষেপের পর শয়তার তাঁর রাস্তা থেকে সরে গেল। এখানে ব্যর্থ হয়ে শয়তান দ্বিতীয় "জামরাতে" গেল। ফিরিশতারা দ্বিতীয়বার হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام কে বললেন: তাকে প্রহার করুন। তিনি সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন, তখন সে রাস্তা ছেড়ে দিল। এবার শয়তান তৃতীয় "জামরার" নিকট পৌঁছল। হযরত ইবরাহিম

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام

ফিরিশতাদের কথায় আরো একবার সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন, তখন শয়তান রাস্তা ছেড়ে দিল।

(তাফসীরে তাবারী, ১০ম খন্ড, ৫০৯, ৫১৬ পৃষ্ঠা, দুইটি রেওয়ায়াতের সারাংশ)

শয়তানকে তিন জায়গায় পাথর নিক্ষেপ করার স্মৃতি এখনো অবশিষ্ট রাখা হয়েছে এবং আজও হাজীরা এ তিন জায়গায় পাথর নিক্ষেপ করে থাকেন।

ছেলে কুরবানির জন্য প্রস্তুত

হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام যখন হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام কে নিয়ে ছাবির এর নিকট পৌঁছলেন তখন তাঁকে **আল্লাহ্ তাআলার** নির্দেশের সংবাদ দিলেন। যার বর্ণনা কুরআনে পাকের মধ্যে এভাবে করা হয়েছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ

হে আমার ছেলে! আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি তোমাকে জবেহ করতেছি। এখন তুমি দেখ তোমার কি সিদ্ধান্ত?

يٰبُنَىَّ اِنِّىْۤ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ

অনুগত ছেলে এটা শুনে উত্তর দিলেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ

হে আমার পিতা! আপনি সেটাই করুন যেটার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়। **আল্লাহ্ তাআলা** যদি চায় অতি শীঘ্রই আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِىْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

(পারা- ২৩, সূরা- ছফ্ফাত, আয়াত- ১০২)

ইয়ে ফয়যানে নজর তা ইয়া কে মকতব কি কারামত তি
শিখায়ে কিসনে ইসমাঈল কো আদাবে ফারজানদি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমাকে দড়ি দিয়ে শক্তভাবে বেধেঁ নিন

হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام তাঁর সম্মাণিত পিতাকে আরো আরয করলেন: আব্বাজান! জবেহ করার পূর্বে আমাকে দড়ি দিয়ে শক্তভাবে বেধেঁ নিন। যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি। কেননা আমার ভয় হচ্ছে যাতে আমার সাওয়াবের পরিমাণ কমে না যায় এবং আমার রক্তের ছিটা থেকে আপনার কাপড় বাঁচিয়ে রাখবেন যেন ইহা দেখে আমার আম্মাজান চিন্তিত না হয়।

ছুরি খুব ধারালো করে নিন যাতে আমার গলায় ভালভাবে চলে (অর্থাৎ গলা তাড়াতাড়ি কেটে যায়) কেননা মৃত্যু অনেক কঠিন হয়ে থাকে। আপনি আমাকে জবেহ করার জন্য উপুড় করে দিবেন (অর্থাৎ চেহারাকে জমিনের দিকে করে রাখবেন) যাতে আপনার দৃষ্টি আমার চেহারা দিকে না পড়ে আর যখন আপনি আমার আম্মাজানের নিকট যাবেন তখন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিবেন এবং যদি আপনি ভাল মনে করেন, তাহলে আমার জামা তাকে দিয়ে দিবেন। এতে সে সান্তনা পাবে এবং ধৈর্য এসে যাবে। হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام বললেন: হে আমার ছেলে! **আল্লাহ্ তাআলার** আদেশ পালন করার জন্য তুমি আমার কতই উত্তম সাহায্যকারী হয়ে গেলে।

অতঃপর যেভাবে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام বলেছেন: সেভাবে তাঁকে বেধেঁ নিলেন, নিজের ছুরি ধারালো করলেন। হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام কে উপুড় করে শুয়ে দিলেন। তাঁর চেহারা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন এবং তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু ছুরি তার কাজ করল না অর্থাৎ গলা কাটল না। এই সময় হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর নিকট ওহী আসল। **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং আমি তাকে আহ্বান করলাম: হে ইবরাহিম! নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে সত্য (বাস্তবায়ন) করে দেখালে, আমি এভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিলো এবং আমি এক মহান কোরবানি তার বিনিময়ে দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিয়েছি। (তাফসীরে খাযিন, ৪র্থ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

জান্নাতী দুআ

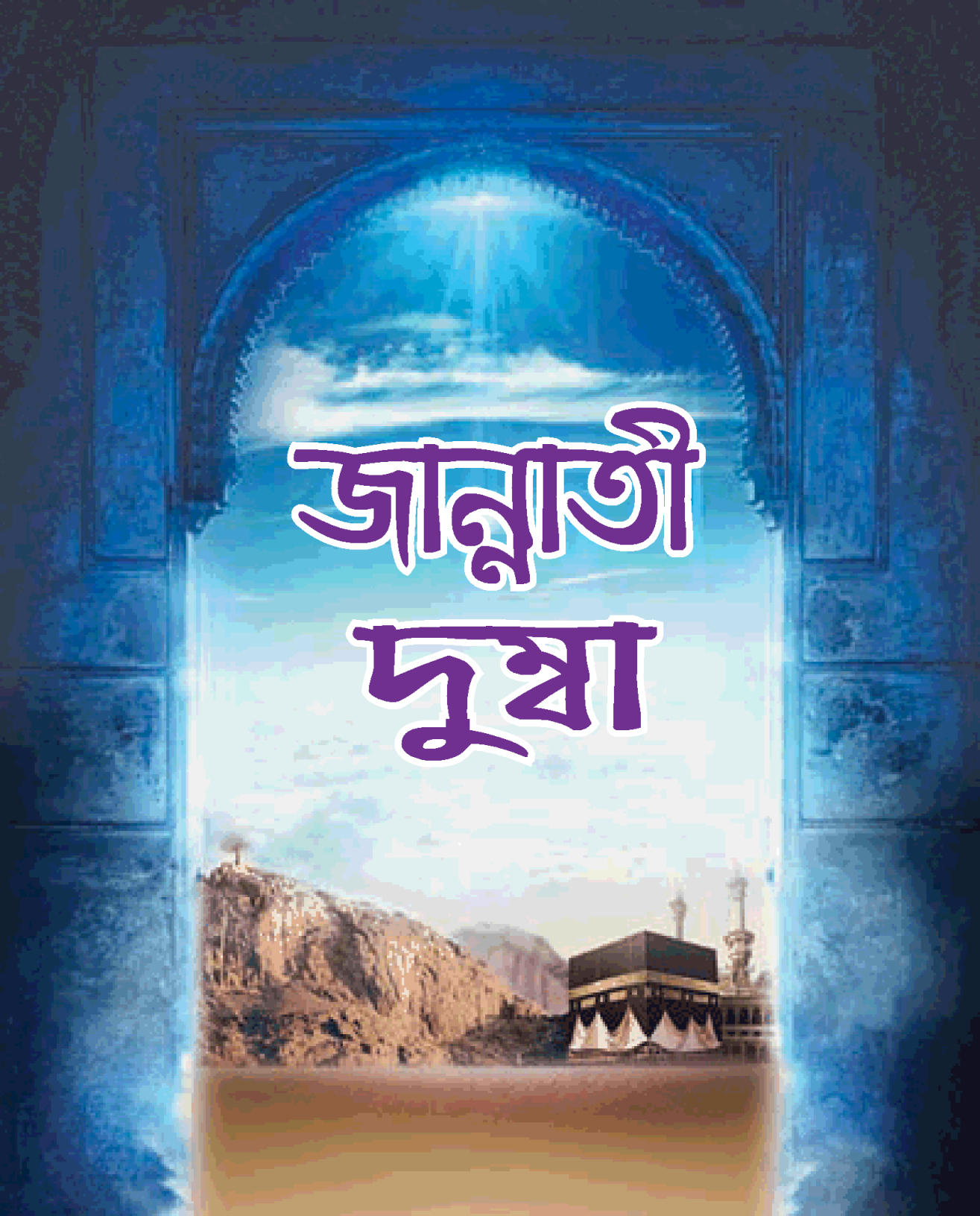

জান্নাতী দুম্বা

হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام যখন হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام কে জবেহ করার জন্য জমিনে রাখলেন তখন **আল্লাহ্ তাআলার** নির্দেশে হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام বিনিময় স্বরূপ জান্নাত থেকে একটি ভেড়া (অর্থাৎ- দুম্বা) নিয়ে তাশরিফ আনলেন এবং দূর থেকে উঁচু আওয়াজে বললেন: اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر যখন হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এই আওয়াজ শুনলেন তখন নিজের মাথা আসমানের দিকে উঠালেন এবং জেনে গেলেন যে, **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং ছেলের স্থানে বিনিময় স্বরূপ দুম্বা প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَللّٰهُ اَكْبَر যখন হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এটা শুনলেন তখন তিনি বললেন: اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ এরপর থেকে এই তিন জন পবিত্র হযারাতের মোবারক শব্দগুলো আদায় করার এই সুন্নাত কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলন করা হয়েছে।

(বিনায়া শরহে হিদায়া, ৩য় খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা)

জান্নাতী দুম্বার মাংসের কি হল?

হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর বিনিময়ে যে দুম্বা জবেহ করেছিলেন, এই সম্পর্কে অধিকাংশ মুফাসসিরগনের অভিমত হল: যে দুম্বা জান্নাত থেকে এসেছিল এটা ঐ দুম্বা ছিল যাকে হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর

ছেলে হযরত হাবিল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কুরবানি হিসেবে পেশ করেছিলেন। (তাফসিরে খাযিন, ৪র্থ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা) এই দুম্বার মাংস রান্না করা হয়নি। বরং সেটির মাংস পশু-পাখি খেয়ে নিয়েছে।

(তাফসিরে জুমল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

জান্নাতী দুম্বার শিং

হযরত সুফিয়ান বিন ওয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই দুম্বার শিং অনেক দিন পর্যন্ত কা'বা শরীফে রাখা ছিল। যখন কা'বা শরীফে আগুন লাগল তখন এই শিংও পুড়ে যায়।

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, ৫৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৬৩৭)

কা'বা শরীফে আগুন কখন এবং কিভাবে লেগেছে?

কা'বা শরীফে আগুন লাগা এবং এতে শিং পুড়ে যাওয়া সম্পর্কে "সাওয়ানিহে কারবালা" কিতাবের প্রদত্ত বিষয়বস্তুর আলোকে বর্ণনা করছি:- **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৌহিত্র ইমামে আলী মকাম হযরত ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর শাহাদাতের প্রায় দুই বছর পর পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ মুসলিম বিন ওকবার নেতৃত্বে বার হাজার অথবা বিশ হাজার সৈন্য বাহিনীর একটি দলকে মদীনা মুনাওয়ারায় আক্রমন করার জন্য প্রেরণ করে। অত্যাচারী ইয়াজিদী বাহিনীরা মদীনা শরীফে রক্তের স্রোত প্রবাহিত করল। সাত হাজার সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সহ দশ হাজার থেকেও বেশি

লোককে শহীদ করে। মদীনা বাসিদের ঘর লুটে নেয়। অত্যন্ত নির্লজ্জতা প্রদর্শন করে। এমনকি মসজিদে নববী শরীফের স্তম্ভ (PILLARS) এর সাথে ঘোড়া বাধঁল। অতঃপর ঐ বাহিনী মক্কা শরীফে পৌঁছল। মিনযাকিক (যা পাথর নিক্ষেপ করার যন্ত্র) এর মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপ করল। যাতে হেরেম শরীফের ছেহেন মোবারক (উঠান) পাথরে ভরে যায়। মসজিদে হারাম শরীফের স্তম্ভ সমূহ শহীদ হয়ে গেল এবং কা'বাতুল্লাহর গিলাফ এবং ছাদ মোবারকে এই জালিমরা আগুন লাগিয়ে দেয়। কা'বাতুল্লাহ শরীফের ছাদে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর বিনিময়ে কুরবানি হওয়া জান্নাতি দুম্বার যে মোবারক শিং তাবাররুক হিসাবে সংরক্ষিত ছিল সেটাও ঐ আগুনে পুড়ে যায়। যে দিন অর্থাৎ ১৫ই রবিউল আওয়াল ৬৪ হিজরীতে কা'বা শরীফের অসম্মান হল

ঐ দিনে শাম দেশের শহর "হিমসে" ৩৯ বছর বয়সে পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ মারা যায়। এই হতভাগ্য যে ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে ইমামে আলী মকাম হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবং নবী পরিবারের সুগন্ধময় ফুলগুলোকে কারবালার প্রান্তরে রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় সংকটস্পন্ন করেছে মক্কা মদীনাবাসীর উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রবল তুফান চালিয়েছে, সে ক্ষমতার আসনে শুধুমাত্র তিন বছর সাত মাস শয়তানি করার সুযোগ হয়ে ছিল। (সাওয়ানেহে কারবালা, ১৭৮ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত) তার মৃত্যুতে কেমন শিক্ষা রয়েছে!

... মৃত্যু ... মৃত্যু ... মৃত্যু ...

না ইয়াজিদ কি ওয় জফা রহি, না শিমার কা জুলুম ওয়া সিতম রাহা
জু রাহা তু নামে হোসাইন কা, জিসে ইয়াদ রাখতি হে কারবালা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যে কেউ স্বপ্নে দেখে কি নিজের ছেলেকে জবেহ করতে পারবে?

স্মরন রাখুন! কোন ব্যক্তি স্বপ্ন কিংবা অদৃশ্য আওয়াজের ভিত্তিতে নিজের কিংবা অন্যের ছেলে অথবা কোন মানুষকে জবেহ করতে পারবে না, যদি করে তবে বড় গুনাহ্গার এবং জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হবে। হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام যে স্বপ্নের ভিত্তিতে নিজের ছেলেকে কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত হলেন তা সত্য ছিল। কেননা তিনি নবী ছিলেন। আর নবীদের স্বপ্ন হল ওহিয়ে ইলাহি (তথা- **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে ওহি) স্বরূপ। এটা ঐ হযরতগণের পরীক্ষা ছিল। হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام জান্নাতী দুম্বা নিয়ে আসলেন এবং

আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام নিজের ছেলের পরিবর্তে ঐ জান্নাতি দুম্বা জবেহ করলেন। হযরত ইবরাহিম এবং হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর বিরল কুরবানির স্মৃতি কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে এবং মুসলমান প্রতি বছর ঈদুল আযহার সময় নির্দিষ্ট পশু কুরবানি করতে থাকবে। (কুরবানি সম্পর্কে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা "ঘোড়ার আরোহী" পড়ুন)

ইসমাঈল এর অর্থ

হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام অনেক বছর পর্যন্ত সন্তানহীন ছিলেন। (অতঃপর) ৯৯ বছর বয়সে তাঁকে عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام প্রদান করা হয়েছে। (তাফসিরে কুরতুবি, ৫ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام ছেলের জন্য দোয়া চেয়ে বলতেন: "اِسْمَعْ يَا اِيْل" اِسْمَعْ অর্থ 'শুন' এবং "اِيْل" ইবরানি ভাষায় **আল্লাহ্ তাআলার** নাম। এভাবে اِسْمَعْ يَا اِيْل এর অর্থ দাড়ায়- হে আল্লাহ্! আমার (ফরিয়াদ) শুন। যখন ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর জন্ম হল তখন এই দোয়ার স্মরণে তাঁর নাম "ইসমাঈল" রাখা হয়েছে।

(তাফসিরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৬৮৮ পৃষ্ঠা, সংঙ্কলিত)

হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর ১০টি বিশেষ ফযীলত

(১) রাসুলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام সব চাইতে উত্তম।

(২) হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام ই নিজের পরে আগত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام পিতা। (৩) প্রত্যেক আসমানি ধর্মের মধ্যে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ রয়েছে। (৪) প্রত্যেক ধর্মের লোক তাঁকে সম্মান করেন। (৫) তাঁরই স্মরণে কুরবানি করা হয়। (৬) তাঁরই স্মৃতি হজ্বের আরকানে রয়েছে। (৭) তিনি কা'বা শরীফের প্রথম নির্মাণকারী অর্থাৎ সেটাকে ঘরের আকৃতিতে প্রস্তুতকারী। (৮) যে পাথরের (মকামে ইবরাহিম) উপর দাঁড়িয়ে তিনি কা'বা শরীফ তৈরী করেছেন, সেখানে কিয়াম এবং সিজদা হচ্ছে। (৯) কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁকেই উত্তম পোশাক দান করা হবে। এর পরপরই আমাদের **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হবে।

(১০) মুসলমানদের মৃত্যুবরণকারী বাচ্চাদেরকে তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এবং তাঁর সহধর্মীনি হযরত সারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا পরকালে লালন-পালন করেন।

(তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)

বাঘ পা চাটতে লাগল!

হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর প্রতি দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘকে লেলিয়ে দেয়া হয়। (আল্লাহ্ তাআলার শান দেখুন!) সেগুলো ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام কে চাটতে লাগল নিচ্ছে এবং সিজদা করতে লাগল।

(আযযুহুদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১১৪ পৃষ্ঠা)

বালুর বস্তা থেকে লাল গম বের হল!

হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام শস্য পেলন না।

তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام লাল বালুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام তা দিয়ে বস্তা ভর্তি করে নিলেন। যখন ঘরে গেলেন, তখন পরিবারের সদস্যরা জিজ্ঞাসা করল এটা কি? বললেন: এটা লাল গম। যখন সেটা খোলা হল তখন বাস্তবই লাল গম ছিল। যখন এই গম বপন করা হল তখন ইহাতে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত গমের শিশি (ডাল) সংযুক্ত ছিল। (মুসান্নফ ইবনে আবি শাইবা, ৭ম খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা) এটা হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর মুজিযা।

ইবরাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام থেকে অনেক কাজের সূচনা হয়

হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام থেকে বহু কাজের সূচনা হয়েছে তার মধ্যে ৮টি হল এই:

(১) সর্বপ্রথম তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর চুল মোবারক সাদা হয়েছিল। (২) সর্বপ্রথম তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام সাদা চুলে মেহেদী এবং নীল পাতার হিজাব লাগিয়েছেন। (৩) সর্বপ্রথম তিনিই عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام শেলাইকৃত পায়জামা পরিধান করেছেন। (৪) সর্বপ্রথম তিনিই عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام মিম্বরে খুতবা দিয়েছেন। (৫) সর্বপ্রথম তিনিই عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام **আল্লাহ্**র রাস্তায় জিহাদ করেছেন। (৬) সর্বপ্রথম তিনিই عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام মেহেমানদারী পদ্ধতি শুরু করেছেন। (৭) সর্বপ্রথম তিনিই عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام সাক্ষাতের সময় লোকদের সাথে আলিঙ্গন করেছেন। (৮) সর্বপ্রথম তিনিই عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام ছরিদ তৈরী করেছেন। (ঝোলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখা রুটিকে ছরিদ বলা হয়)। (মিরকাত, ৮ম খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

চকলেট এবং টক-মিষ্টি লজেন্স

চকলেট এবং টক-মিষ্টি লজেন্স

অধিকাংশ মাদানী মুন্না ললিপপ, টপি, লজেন্স, চকলেট এবং বিভিন্ন রং-বেরঙ্গের মিষ্টি জাতীয় জিনিস খাওয়ার প্রতি আসক্ত থাকে। কিন্তু এই সমস্ত জিনিসের মান নিম্নমানের হওয়ার এবং তা বেপরোয়া ভাবে খাওয়ার অসাবধানতার কারণে তাদের দাঁত, গলা, বুক, পাকস্থলী ও অন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতএব, মুসলমানদের উপকারের নিয়্যতে চকলেট ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে প্রাপ্ত ডাক্তারী অভিজ্ঞতা কোন কোন জায়গায় শব্দের পরিবর্তনের মাধ্যমে উপস্থাপন করছি:

দাতেঁর ভাঙ্গা, ছিদ্র

ইনামেল (Enamel) নামক একটি মজবুত চমকদার স্তর দাঁতের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যা দাঁতের সংরক্ষন করে থাকে। অস্বাস্থ্যকর জিনিস খাওয়ার কারণে মুখের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া (অর্থাৎ জীবাণু) সৃষ্টি হয়ে যায়। যা এই স্তরকে ক্ষতি সাধন করে, যার কারণে দাঁতের মধ্যে ভাঙ্গা ও ছিদ্র শুরু হয়ে যায়।

মুখের মধ্যে ফোস্কা এবং গলা খারাপ হওয়ার কারণ

চকলেট ইত্যাদি খাওয়ার পর বাচ্চা সাধারণত দাঁত পরিস্কার করেনা। যার কারণে মিষ্টান্ন দাঁতের মধ্যে জমে যায় এবং জীবাণু জন্মাতে শুরু করে।

যা দাঁতে পোকা ধরা, মুখে ফোসকা পড়া এবং গলা ব্যথার কারণ হয়ে থাকে।

নিম্নমানের টক মিষ্টি চকলেটের ধ্বংসলীলা

(বাংলাদেশ), পাকিস্তানের গলি, মহল্লাতে বিক্রিত অধিকাংশ চকলেট ও টক মিষ্টি লজেন্স নিম্নমানের হয়ে থাকে। সুতরাং একটি সংবাদ পত্রের রিপোর্ট মতে- ছোট ছোট কারখানার মধ্যে নিম্নমানের জিনিস দিয়ে তৈরীকৃত টপি, চকলেট বাচ্চাদের স্বাস্থ্যে বিপদজনক প্রভাব ফেলছে। ঘরের মধ্যে স্থাপিত এই সমস্ত কারখানাগুলোতে চকলেট, আচার ইত্যাদি বানাতে গ্লুকোজ, সেকারিন এবং নিম্নমানের (অর্থাৎ **Substandard/Third Class**) জিনিস ব্যবহার করা হয়।

প্রস্তুতকৃত চকলেট, আচার ইত্যাদিকে গ্রামের মধ্যেও সরবরাহ করা হয়। এই কারণে গ্রাম-মহল্লার বাচ্চাদের মধ্যে দাঁতের বিভিন্ন রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(রোজ নামা দুনিয়া পত্রিকা থেকে সংগৃহিত)

কেক, বিস্কুট, আইসক্রিম ইত্যাদির কারণে প্রস্রাবে সুগার আসার রোগ .....

বিস্কুট, আইসক্রিম এবং এনার্জি ড্রিংক এর মধ্যে মিষ্টির জন্য ব্যবহৃত কেমিক্যাল সারা দুনিয়ায় ডায়বেটিসের **(Diabetes)** কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির (ব্রিটেন) গবেষণা অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী **(Food Products)** প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো নিজেদের সামগ্রী **(Products)** কে মিষ্ট করার জন্য এমন কেমিক্যাল ব্যবহার করে

যা ডায়বেটিস (অর্থাৎ প্রস্রাবে সুগার আসা রোগ) হওয়ার কারণ হয়। গবেষণায় ৪২টি দেশের মধ্যে প্রস্তুতকৃত বিস্কুট, কেক এবং জুসের রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কে জানা গেছে, রাসায়নিক দ্রব্যের "হাই পরকটজ সিরাপ" (মিষ্টির একটি প্রকার) থেকে ডায়বেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। গবেষণা অনুযায়ী যে সকল দেশে বেকারীর জিনিস বেশি ব্যবহার করা হয় সেখানকার মানুষের মধ্যে রোগের সম্ভাবনা ৮ ভাগ বেশি। বেকারীর প্রস্তুতকৃত জিনিস ব্যবহারকারী দেশের মধ্যে আমেরিকা সবার উপরে তালিকায় রয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি বাৎসরিক গড় (Average) ৫৫ পাউন্ড মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করে অপর দিকে যুক্তরাজ্যে এর ব্যবহার সবচেয়ে কম,

যেখানে এক ব্যক্তি বাৎসরিক গড় এক পাউন্ড বেকারীর জিনিস ব্যবহার করে থাকে।

(দুনিয়া নিওজ অন লাইন)

১৭ প্রকার রোগের আশঙ্কা

চকলেটের মধ্যে অন্যান্য জিনিস ছাড়াও ক্যাফিন (Caffeine) পাওয়া যায়। মিল্ক চকলেটের তুলনায় কালো চকলেটের মধ্যে চার গুন বেশি ক্যাফিন থাকে। ক্যাফিন সাময়িক ভাবে ব্যথা ও ক্লান্তি অবশ্যই দূরীভূত করে থাকে। কিন্তু এর বেশি ব্যবহার ক্ষতিসাধন করে থাকে। ক্যাফিনের অভ্যস্থ ব্যক্তির মধ্যে এই সকল রোগ সৃষ্টি হতে পারে:- ক্লান্তি, অলসতা, বারবার প্রস্রাব আসা,

প্রস্রাব ও পায়খানার মাধ্যমে ক্যালশিয়াম বেশি বের হয়ে যাওয়া, হজম শক্তি নষ্ট হওয়া, বড় অন্ত্র ফুলে যাওয়া এবং অর্শ্ব বা পাইলসের তীব্রতা, হৃদ কম্পন বৃদ্ধি, হাই ব্লাড পেসার, বুক জ্বালা করা, পেটে আলসার, ঘুমের ধরণ এবং সময়ের মধ্যে পরিবর্তন (অর্থাৎ- কখনো ঘুম বেশি হওয়া, কখনো কম। অসময় ঘুম আসা, ঘুমানোর সময় ঘুম না আসা, সামান্য শোর গোলে চোখ খুলে যাওয়া ইত্যাদি) পূর্ণ বা অর্ধমাথা ব্যথা, ভয়, নৈরাশ্য, **(Disappointment)**, কলিজা **(Liver)** এবং কিডনী রোগ ইত্যাদি। চকলেট ছাড়াও কোল ড্রিংস, চা, কপি, কোকো এবং ব্যথা দূর করার বস্তুর মধ্যেও ক্যাফিন পাওয়া যায়।

(তিব্ব কি কিতাব, "কাতেল গাযায়ি" থেকে সংক্ষেপিত)

তাহলে মাদানী মুন্নাদের কি খাওয়াব?

স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে এমন চকলেট, মিষ্টি, টপি ইত্যাদির পরিবর্তে মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নিদের বয়স প্রভৃতির হিসাব অনুযায়ী পরিমাণ মত অথবা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ফল এবং শুষ্ক ফল খাওয়ান এবং আপনি নিজেও **আল্লাহ্ তাআলার** দেওয়া এই নেয়ামত থেকে উপকার অর্জন করুন। কিছু শুষ্ক ফলের উপকারিতা বর্ণনা করছি:

বাদাম (Almond)

(১) সকল বাদাম কোলেস্টরল মুক্ত হয়ে থাকে। (২) কাটুয়ি বাদাম অথবা ইরানি বাদাম ক্যান্সার প্রতিবন্ধকে বিশেষ ভূমিকা রাখে। (৩) শুষ্ক উন্নত মানের বাদাম খাওয়াতে ক্ষত ভরে যায়।

(৪) বাদামে ক্যালসিয়াম থাকে। যা হাঁড়ের জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। (৫) বাদাম খাওয়াতে বুকের জ্বালা- যন্ত্রণা দূর হয় এবং হৃদরোগের আশঙ্কা কম হয়ে থাকে। (৬) বাদাম খাওয়াতে ক্যান্সার এবং দৃষ্টিহীনতার আশঙ্কা কম হয়ে থাকে। (৭) বাদাম **LDL** কোলেস্টরল পরিমাণ কমিয়ে দেয়। (৮) বাদাম পেট পরিস্কার করে কোষ্ঠ-কাটিন্য দূর করে। (৯) বাদাম খাওয়াতে মোটা হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়ে থাকে। (১০) বাদাম চুল এবং চামড়ার জন্য উপকারী এবং (গায়ের) রংও উজ্জল করে। (১১) বাদামের তেল নিয়মিত মালিশে চামড়ার শুষ্কতা ও চামড়ার অনেক রোগের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে।

(১২) বাদাম চুল ঝরে যাওয়া রোগের জন্য প্রতিষেধক হয়ে থাকে। (১৩) বাদাম মাথার খুসকি দূর করে এবং চুল সাদা হওয়া থেকে বাধা সৃষ্টি করে অর্থাৎ চুল কালো রাখে। (১৪) বাদাম চোখের জ্যোতির জন্য উপকারী। (১৫) প্রতিদিন রাতে সাতটি বাদাম ও একুশটি কিসমিস পানিতে ভিজিয়ে রাখুন এবং উভয়টি সকালে দুধের সাথে ভাল ভাবে চিবিয়ে খেয়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে এবং স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্যও এটা উপকারী। (১৬) ইন্‌জির ও বাদাম মিশিয়ে খাওয়াতে পেটের অধিকাংশ রোগ দূর হয়ে থাকে।

যিয়াদা গর দিমাগী হে তেরা কাম
তু খায়া কর মিলা শাহদ বাদাম

পেস্তা বাদাম (Pistachio)

পেস্তা হৃদপিণ্ড এবং মস্তিস্কের শক্তি সঞ্চয় করে। শরীরকে মোটা করে এবং দূর্বলতা দূর করে। বোধশক্তি এবং স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে। কাশির চিকিৎসার জন্য পেস্তা উপকারী।

(কিতাবুল মুফরিদাত, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

কাজু বাদাম (Cashew)

কাজু শরীরে খাদ্যশক্তি বাড়ায় এবং মস্তিস্কের শক্তি জোগায়। শরীরকে মোটা করে সকালে খালি পেটে মধুর সাথে কাজু খেলে ভুলে যাওয়ার রোগ দূর হয়ে যাবে। এক শ্বেত বা কুষ্ঠরোগী শুধুমাত্র অধিকা হারে কাজু খাওয়াতে ভাল হয়ে গেছে। (প্রাগুক্ত, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

পাইন বাদাম (Pine Nuts)

পাইন বাদাম কফ দূরীভূত করে এবং শরীর মোটা করে। ক্ষুধা বাড়ায়, হৃদপিণ্ড ও শিরার উপশিরার শক্তি বাড়ায়। খোসা মুক্ত পাইন বাদাম পিশে শিরা বানিয়ে অল্প মধু মিশিয়ে চেটে খাওয়া কফ, কাশির জন্য উপকারী। (প্রাগুক্ত, ২১১ পৃষ্ঠা)

চীনা বাদাম (Peanut)

চীনা বাদামের মধ্যে অনেক খাদ্য উপার্জন রয়েছে। চীনা বাদামের উপকারীতা কাজু ও আকরুট প্রভৃতি থেকে কম নয়। চীনা বাদামের তেল যাইতুন তেলের উত্তম বিকল্প। (প্রাগুক্ত, ৪৭৬ পৃষ্ঠা)

মিচরি (Rock Sugar)

মিচরি চোখের দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী। গরম পানির সাথে মিশিয়ে শরবত করে খাওয়াতে আওয়াজ পরিস্কার হয়। চোখে লাগালে চোখের যন্ত্রনা কমে যায়। (প্রাগুক্ত,৪৬১ পৃষ্ঠা)

জু বাত কহু মুহ্ সে উহ আচ্ছি হু বালি হু
কাটটি নাহু কাড়ভি নাহু মিশরি কি ঢলি হো।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড)

নারিকেল (Coconut)

মিচরির সাথে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক তোলা নারিকেল খাওয়াতে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। পেট নরম করে এবং ক্ষুধা বাড়ায়। নারিকেল তেল মাথায় দিলে চুল বৃদ্ধি পায় এবং তা মস্তিস্কের জন্য উপকারী।

খেজুর (Dried Dates)

শুষ্ক খেজুর পরিস্কার রক্ত তৈরী করে, ক্ষুধা বাড়ায় এবং শরীর মোটা করে। কোমর এবং হৃদপিণ্ডেরকে শক্তিশালী করে। (কিতাবুল মুফরিদাত, ২২২ পৃষ্ঠা)

আখরোট (Walnut)

আখরোট বদ হজমী দূর করে। আখরোটের ভুনা মগজ ঠান্ডা জনিত কাশির জন্য উপকারী। আখরোট চিবিয়ে চর্মরোগে লাগানো হলে তবে চর্মরোগের দাগ দূর হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত, ৬৮ পৃষ্ঠা)

কিসমিস (Raisin)
মুনাক্কা (Currant)

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: মুনাক্কা খাও। এটি উত্তম খাবার, তা মেরুদণ্ড কে মজবুত করে, রাগ দমন করে, মুখ সুগন্ধময় করে এবং কফ দূর করে। (আত্‌তিব্বুন নাবাবি লি আবি নুয়াইম, ৭১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮০৯, সংক্ষেপিত) অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে: মুনাক্কা দুশ্চিন্তা দূর করে।

(আত্‌তিব্বুন নাবাবি লি আবি নুয়াইম, ৩৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১৯, সংক্ষেপিত)

ছোট আঙ্গুর শুকে কিসমিস এবং বড় আঙ্গুর শুকে মুনাক্কা হয়। মুনাক্কা পাতলা শরীরকে মোটা করে এবং এর বিচি পাকস্থলী সুস্থ রাখে। ডালিমের (আনারের) দানার সাথে মুনাক্কা খাওয়া হজম শক্তির জন্য উপকারী।

মুনাক্কার মজ্জা ফুসফুসের জন্য খুবই ফলদায়ক। মুনাক্কা ঔষধও আবার খাদ্যও। এটাকে চাইলে যেভাবে আছে সেভাবে অথবা চাইলে চিলকা তুলে পরিমাণ মত খেয়ে নিন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত ইমাম যুহুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যার হাদীস শরীফ মুখস্ত করার ইচ্ছা হয়, সে যেন পরিমান মত মুনাক্কা খায়। (আল জামেআ লি আহলাখির রাবি, ৪০৩ পৃষ্ঠা) মুনাক্কা বিচিসহ খাওয়া যায় বরং মুনাক্কার বিচি পাকস্থলী সুস্থ রাখে। মুনাক্কা কয়েক ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন এরপর তার চিলকা তুলে মজ্জা বের করুন। মুনাক্কার মজ্জা ফুসফুসের জন্য খুবই ফলদায়ক এবং পুরাতন কাশির জন্য উপকারী। এটা হৃদপিণ্ড এবং কিডনির ব্যথা দূর করে। কলিজা ও তিল্লির শক্তি যোগায়, পেটকে নরম করে, পাকস্থলী মজবুত করে এবং হজম শক্তি ঠিক রাখে।

লাল মুনাক্কা (RED CURRANT)

হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলীউল মুরতজা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত: যে প্রতিদিন ২১টি লাল মুনাক্কা খেতে থাকবে, সে শারীরিক রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকবে।

(আত্‌তিব্বুন নাবাবি লি আবি নায়িম, ৭২১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮১৩)

ইন্‌জির (FIG)

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: ইন্‌জির খাও! কেননা, এটা অর্শ্ব রোগ (পাইলস) দূর করে এবং নিকরিস (অর্থাৎ- এক ধরণের ব্যথা যা টাখনু ও পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে হয়) এর জন্য উপকারী।

(প্রাগুক্ত, ৪৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৬৭, সংক্ষেপিত)

(১) ইন্‌জিরে অন্যান্য সকল ফলের চেয়ে উত্তম খাদ্য উপাদান রয়েছে। (২) ইন্‌জির অর্শ্ব (পাইলস) রোগ দূর করে এবং জোড়ার ব্যথার জন্য উপকারী।

(৩) ইন্‌জির সকালে খালি পেটে খাওয়াতে আশ্চর্যজনক উপকার রয়েছে। (৪) যার পেট ভারী হয়ে যায় সে (যেন) প্রত্যেকবার আহার করার পর ৩টি ইন্‌জির খেয়ে নেয় (৫) ইন্‌জির মোটা পেটকে ছোট করে এবং মোটাত্ব দূর করে। (৬) ইন্‌জিরে কফ-কাশি ও শ্বাস-কষ্টের চিকিৎসা রয়েছে। (৭) ইন্‌জির চেহারার রং কে উজ্জল করে। (৮) ইন্‌জির পিপাসা নিবারণ করে। (ঘরোয়া চিকিৎসা, ১১১ পৃষ্ঠা)

চোখের সুস্বাদু পাউডার

মিষ্টিজিরা, মিচরি এবং ইরানি বাদাম এই তিনটি (জিনিস) সমান পরিমাণে নিয়ে ভালভাবে পিষে একত্রে **(MIX)** করে বড় মুখ ওয়ালা বোতলে রাখুন এবং প্রতিদিন সকালে খালি পেটে নিয়মিত এক চা চামচ পানি ব্যতীত খেয়ে নিন।

(এ চামচ থেকে কিছু বেশি হলেও অসুবিধা নেই) দীর্ঘদিন ব্যবহার করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চোখের দৃষ্টিশক্তির উপকার হবে।

অভিজ্ঞতা: এক মাদানী মুন্নির চোখে পানি আসত। পরিশেষে চোখের ডাক্তার থেকে সময় নিয়ে নিল। আমি এই চোখের সুস্বাদু পাউডার দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এক আধাবার খাওয়াতে তার রোগ ভাল হতে লাগল এবং ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হলনা। যার কষ্ট না হয় সেও স্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারেন। (ঘরোয়া চিকিৎসা, ৩৩ পৃষ্ঠা)

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২২ই যুলকাদাতুল হারাম, ১৪৩৫ হিঃ

18-09-2014

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মাজিদ		আয্‌যুহুদ	দারুল গদল জদিদ মাছুরা মিশর
তাফসিরে তাবারি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আত্ তিব্বুন নববী	দারে ইবনে হাযম বৈরুত
তাফসিরে কুরতুবি	দারুল ফিকর, বৈরুত	আল জামিয়ুল আখলাকুর রাবি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
তাফসিরে কাবির	দারুল ইহ্‌ইয়াউত তুরাসি, আরাবি, বৈরুত	ইবনে বাশকুল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
তাফসিরে খাযিন	মিশর	মিরকাত	দারুল ফিকর, বৈরুত
তাফসিরে জামিল	বাবুল মদীনা করাচি	মিরআতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
তাফসিরে নাঈমী	নাঈমী কুতুব খানা, গুজরাট	বিনায়া শরহুল হিদায়া	মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকর, বৈরুত	সাওয়ানহে কারবালা	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
মুসতাদরাক	দারুল মারিফাত, বৈরুত	কিতাবুল মুফরিদাত	মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান
মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা	দারুল ফিকর, বৈরুত	ঘরোয়া চিকিৎসা	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdtarajim@gmail.com, bdmktabatulmadina26@gmil.com
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নাতে ভরা রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

মায়ের ডাকে উত্তর না দেয়ায় বোবা হয়ে গেল

বর্ণিত আছে:

এক ব্যক্তিকে তার মা ডাক দিল, কিন্তু সে উত্তর দিলনা। এতে মা তাকে বদ দোয়া দিল, ফলে সে বোবা হয়ে গেল।

(বিররুল ওয়ালিদাইন লিত তাবরানী, ৭৯ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net